সংবাদ

তারিখ 26 APR 2017 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতা

বরাদ্দের এক হাজার কোটি টাকা ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা

রাকিব উদ্দিন

অদক্ষ ব্যবস্থাপনায়, বাস্তবায়নে যথাযথ পরিকল্পনার অভাব এবং প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণের কারণে শিক্ষায় উন্নয়নখাতে বরাদ্দকৃত পুরো অর্থ ব্যয় করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ফেরত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থায় তড়িঘড়ি করে যেকোন মূল্যে উন্নয়নখাতের পুরো অর্থ ব্যয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালককে (পিডি)। এতে উন্নয়ন কাজ মানসম্মত হবে কীনা তা নিয়ে সন্দিহান প্রকল্প বিশ্লেষকরা।

বাস্তবায়নে যথাযথ পরিকল্পনার অভাব

কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বিদেশ সফরে প্রকল্প বাস্তবায়নে জট

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) গত মার্চ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৩৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। গত বছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত এই হার ছিল ৪৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এছাড়াও এবার বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার একেবারেই কম। এজন্য এবার প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ফেরত যেতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন।

গত ৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সর্বশেষ মাসিক পর্যালোচনা সভায় আরএডিপি বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এতে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন- এমন দু'জন কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন।

প্রতিবছর জাতীয় বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে অর্থ বরাদ্দ দেয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে সকল মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নখাতের বরাদ্দ সংশোধন অর্থাৎ কোন মন্ত্রণালয় ইচ্ছে করলে বরাদ্দ হ্রাস বা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করতে পারে, যাকে আরএডিপি বলা হয়। আরএডিপিতে কোন মন্ত্রণালয় পুরো বরাদ্দ ব্যয় করতে না পারলে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্পের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পুরো বছরই ইচ্ছেমত প্রশিক্ষণ গ্রহণের নামে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নামে দেশেও প্রমোদ ভ্রমণ করেছেন। এতে করে তারা প্রকল্পের ফাইল চালাচালি ও নথি আদান-প্রদান, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত কাজে যথাযথ মনোনিবেশ করতে পারেননি। এজন্য প্রকল্পের বাস্তবায়নে জট লেগেছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ দিনের ভ্রমণে যান শিক্ষা প্রশাসনের ১৫ জন কর্মকর্তা। আরও ১৫ জন কর্মকর্তা বর্তমানে দুই মাসের ভ্রমণে নিউজিল্যান্ডে আছেন, যারা ফিরবেন আগামী ১ মে। এর আগে গত অক্টোবর মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প 'টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট-২-এর অর্থায়নে নিউজিল্যান্ডে 'সাপোর্ট টু টুইনিং পার্টনারশিপ মেকানিজমস' শীর্ষক ১৫ দিন ভ্রমণ করেন ১৬ জন কর্মকর্তা। এরপর মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য গত ২০ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত কানাডা ভ্রমণ করেন শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কর্মকর্তা। এছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও প্রশিক্ষণের নামে নিয়মিত বিদেশ ভ্রমণ করছেন।

মাসিক পর্যালোচনা সভার মিনিটস (সভার কার্যবিবরণী) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে পাঁচ হাজার ৩৭০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে গত মার্চ পর্যন্ত ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে এক হাজার ৮৩০ কোটি ৪৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা। এটি বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৪ শতাংশ মাত্র।

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জরি কমিশন (ইউজিসি)

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
তারিখ
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

P.T.O